প্রবন্ধ

প্রিয় নবীর সুন্নাত মিসওয়াকের গুরুত্ব

মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আনোয়ারী

রাসূলে করিম রহমাতুল্লিল আলামীনের পদাঙ্ক অনুসরণের মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিশ্ব মানবতার মুক্তি নিহিত। মহান আল্লাহ কোরআনে পাকে এরশাদ করেন-

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله-

অর্থাৎ রাসূল, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে তোমরা আমার (নবীর) অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। নবীজিকে ভালোবাসা মানে তাঁর সুন্নাত-এর অনুসরণ করা। এ প্রসংগে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হাদীসে এরশাদ করেছেন-

من احب سنتى فقد احبنى ومن احبنى كان معى فى الجنه-

অর্থাৎ যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসে অর্থাৎ অনুসরণ করল সে আমাকেই ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল সে বেহেশতে আমার সাথে থাকবে। মিসওয়াক প্রিয় নবীর অসংখ্য সুন্নাত হতে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় সুন্নাত। মিসওয়াকের রয়েছে অসংখ্য ফজিলত ও উপকারিতা। নবীজী পবিত্র হাদীসে এরশাদ করেছেন-

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلوة

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি আমি উম্মতের জন্য কষ্ট হবে বলে ধারনা না করতাম তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম।

রাসূলগণ আলায়হিমুস্ সালামের চারটি সুন্নাত

عن ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين الحياء ويروى الختان والتعطر والسواك والنكاح - (رواه الترمذى)

অর্থ: হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা এরশাদ ফরমান, চারটি কাজ রাসূলগণের সুন্নাত, ওইগুলো হল: ১. খৎনা করা, ২. আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৩. মেসওয়াক করা এবং ৪. বিবাহ করা। [তিরমিযী শরীফ]

মিসওয়াক করলে আল্লাহ্ তা'আলা খুশী হন

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, মিসওয়াকের ব্যবহারকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও; কেননা তাতে মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি রয়েছে। [বুখারী শরীফ]

মিসওয়াক করার ব্যাপারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জোর তাকিদ দিয়েছেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও মিসওয়াকের এ গুরুত্ব ও উপকারিতা স্বীকার করেছেন। এ পর্যায়ে আমীরুল মো'মিনীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে সরকারে দো'আলম নূরে মোজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

طيبوا افواهكم بالسواك فانها طرق القران

অর্থাৎ তোমাদের মুখ মিসওয়াকের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন কর কেননা মুখ হচ্ছে পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করার মাধ্যম। নবীর সাহাবী হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত-

عن جابربن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلى من الليل فليستك فان احدكم اذا قرأ فى صلوته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شئ الا دخل فم الملك-

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রাতে নামায পড়ার জন্য ঘুম হতে জেগে উঠ তখন মিসওয়াক করে নেবে। কেননা যখন ঐ ব্যক্তি নামাযে ক্বিরাত পাঠ করবে তখন ফিরশতা তার মুখে মুখ লাগিয়ে ক্বিরাত শ্রবণ করে।

ঘরে প্রবেশ করতেই মিসওয়াক করা সুন্নাত

عن شريح بن هانى قال سالت عائشة رضى الله تعالى عنها باى شى كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك - (رواه مسلم)

অথ: হযরত শুরাইহ ইবনে হানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন সর্ব প্রথম কোন্ কাজটি করতেন? জবাবে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন, ঘরে প্রবেশ করতেই নবীজী মিসওয়াক করতেন। [মুসলিম শরীফ]

নামাযে সত্তর গুণ সওয়াব

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل الصلواة التى يستاك لها على الصلوة التى لا يستاك لها بستعين ضعفًا- (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

অর্থ: হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে নামাযের জন্য মিসওয়াক করা হয়েছে তার ফযীলত ঐ নামাযের উপর সত্তর গুণ বেশী যে নামাযের জন্য মিসওয়াক করা হয়নি। [বায়হাক্বী]

নবীজীর ওফাত শরীফের পূর্বে মিসওয়াক

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অনেকগুলো পুরস্কার থেকে অন্যতম যে, সরকারে দো'আলাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার ওফাত আমার ঘরে আমার পালার দিনে আমার গলার হার (পরার স্থান) ও বক্ষের মধ্যভাগে হয়েছে। আর এটাও আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের পুরস্কার যে, প্রিয় নবীর মুবারক মুখের বরকতময় থুথু আমার থুথুর সাথে নবীজীর যাহেরী ওফাতের পূর্বে মিশ্রিত করে দিয়েছেন। আর তা এভাবে যে, আমার নিকট আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা আসলেন। তখন তাঁর হাতে একটা মিসওয়াক ছিল। আমি (আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হুজুরকে হেলান দেয়াচ্ছিলাম। আমি দেখলাম নবীজী তাঁর মেসওয়াকের দিকে বার বার দেখছেন। আমার জানা ছিল হুজুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মিসওয়াক পছন্দ করেন। এ কারণে আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জন্য মেসওয়াক নেব কী? নবীজী পবিত্রতম মাথা মুবারকের ইঙ্গিতে এরশাদ ফরমান, হাঁ। সুতরাং আমি আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে মিসওয়াক নিয়ে নবীজীর খেদমতে পেশ করলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা ব্যবহার করতে চাইলেন, কিন্তু মিসওয়াকটি শক্ত ছিল। তাই আমি নবীজীর খেদমতে আরয করলাম, নরম করে দেবো কী? হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শির মোবারকের ইঙ্গিতে বললেন, হাঁ।

তৎক্ষণাৎ আমি দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নরম করে সরকারে মদীনার খেদমতে পেশ করলাম। নবীজী মোবারক দাঁতগুলোর উপর মিসওয়াকটি ব্যবহার করতে লাগলেন। আঁ-হযরতের সামনে একটা পাত্র রেখেছিলাম। নবীজী স্বীয় মোবারক দু'হাত পানিতে রাখলেন এবং আপন চেহারা মোবারকের উপর ফেরাচ্ছিলেন। আর এরশাদ ফরমাচ্ছিলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"। নিশ্চয় মৃত্যুতে রয়েছে অনেক কষ্ট, তারপর দোয়ার জন্য হাত মোবারক উঠালেন। আর বললেন, হে আল্লাহ্, আমাকে রফীকে আ'লার মধ্যে শামিল কর। এভাবে এরশাদ করতে থাকেন আর শেষ পর্যন্ত নবীজীর রুহ মোবারক কবজ করে নেয়া হয় এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উভয় হাত মোবারক নিচে তাশরিফ নিয়ে আসে।

দাঁতের সাথে খাদ্যকণা জমে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং পোকা জমে তা দূর করার জন্য মিসওয়াক করা একান্ত অপরিহার্য। কেননা মিসওয়াক করার ফলে মুখের দুর্গন্ধ যেমন চলে যায় তেমনি মুখে আসে প্রশান্তি, দাঁত হয় মজবুত ও পরিচ্ছন্ন। মিসওয়াক করার উত্তম উপকরণ হল তিক্ত গাছের ঢাল। কারণ প্রতিদিন মিসওয়াক করার মাধ্যমে দাঁত যেমন পরিস্কার হয় তেমনি অনেক জীবাণুও ধ্বংস হয়ে যায়। ওযু করার আগে মিসওয়াক করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মো'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, রাতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার নিকটে ওযুর পানি ও মিসওয়াক রাখা হত। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন উঠতেন তখন প্রথমে হাজত পূরণ করতেন, তারপর মিসওয়াক করতেন।

মিসওয়াক করলে রুজির মধ্যে বরকত হয়

হযরত আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, মেসওয়াক করা অপরিহার্য করে নাও, তাতে অলসতা করো না, কেননা মিসওয়াকের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হলো. ১. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, ২. আর্থিক প্রাচুর্য সৃষ্টি, ৩. মুখে সুগন্ধি আসে, ৪. দাঁতের মাড়ি মজবুত হয়ে যায়, ৫. মাথা ব্যথা দূরীভূত হয়ে শান্তি আসে, ৬. মুখ গহবরে চিবুক দু'টির ব্যাথ্যা দূর হয়, ৭. এবং চেহারার নূর ও দাঁতের চমকের কারণে ফিরিশতাগণ করমর্দন করে। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রিয় সুন্নাত 'মিসওয়াক'কে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ও সরকারে মদীনার রেজামন্দি হাসিল করার তৌফিক দান করুন। আমিন, বেহুরমতে সৈয়্যদিল মুরসালিন।

লেখক: *মধ্য হালিশহর নিশ্চিন্তাপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব*